কবি..লর্ড
শ্যামল মুখোপাধ্যায়

কবিটি পুরুষ বলে
তার মধ্যে কিছু কিছু প্রাকৃতিক পুষ্প প্রেম আছে
আমেদাবাদেই থাকা ইচ্ছের কুঁড়িটি হয়ে তরুণ কুসুম
কিংবা দূরে আর্জেন্টিনায় ঝরাপ্রায় পরিণত পূর্ণ গোলাপ
কবির কাঙ্ক্ষার কাছে উভয়েই ঘ্রাণযোগ্য স্পর্শযোগ্য তারা।
দুই ধারে কবিমুগ্ধ সুন্দর মুখের শ্রেণি
যেন স্নিগ্ধ গন্ধপুষ্প - সার
আর কবি লর্ড হেঁটে যাচ্ছে দেশান্তরী জাহাজের দিকে
হাতে তার ওষ্ঠছোঁয়া প্রদত্ত গোলাপ
প্রেমিক কবির চুলে ইচ্ছিত শরীরে
অজস্র ফুলের বৃষ্টি, দৃষ্টিঝরা আতুর প্রপাত।

কবি পুরুষের কোন সময়ের সীমা নেই, কিংবা দেশের,
সমস্ত জীবন জুড়ে আবিশ্ব সরণি তার পুষ্পময় থাকে।

কবিতা সংগ্রহ
ঋত্বিক ঠাকুর

কবিতার ঘরবাড়ি হোল।
স্কোয়ার ফুটের মাপে আপাতত লাইনের পর লাইনের পাগলামি
বিশ্রাম থাকবে।
রামচন্দ্র ধনুকের সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পাশাপাশি।
নতুন পুরোনো মিলেমিশে
পরিমিত অন্ধকার অক্সিজেন ভাগ করে বেঁচে থাকবে।
গবেষণা চলবে কে কত গেরস্থ ছিল, কার কলমের মধ্যে
কালির বদলে মদ পাওয়া যেত যখন তখন।
কার বুকে আকাশ ঝাঁপিয়ে পড়ত শব্দ হয়ে, কার কাব্য
রাত্রির কাজলে আঁকা আত্মঘাতী পাণ্ডুলিপি, কে পয়ারে,
কে মাত্রায়, কে বেশি লৌকিক চালে ছিল।
এইসব কাটাছেঁড়া চলবে সূর্যের বয়স মেনে চাঁদের সভায়।

কবি তখন অনেক দূরে
সমুদ্রের ছেনি দিয়ে ডুবো পাহাড়ের পাথর খোদাই করছে
একা একা।

চেয়ে থাকা
দীপঙ্কর সরকার

শুদ্ধতায় চেয়ে আদি প্রকৃতির বুকে আকাশ চেয়ে দেখি
কখন উদাস বাউল এক এক তারা বাজায় মেঠো সুরে
দেহাতি মানুষ গায়, ভোরের প্রসাদী ফুল নিয়ে
গ্রাম্য বধূরা কেমন ঘোমটার ফাঁকে চেয়ে দ্যাখে
নদীর নরম জল কুল কুল বয়ে যায় স্বাভিমান।
দৃশ্যত এ সকল ছবি আর তেমন পছন্দ নয়। মানুষেরা
কী যে চায় কবিদেরও অবোধ্য আজ, তবু আমি শুদ্ধতায়
চেয়ে থাকি প্রকৃতির বুকে নিরন্তর প্রকৃতির কাছে
পাঠ নিই লাবন্যময় ঘুমের

জড়ভরত
শুভাশীষ ভাদুড়ী

স্কন্ধকাটা প্রেতাত্মার
কথাসরিৎ সারাৎসার
গুটিপোকার সুতোর ঘরে চাঁদ

জগৎ এই, সাগরপার
অমৃতের পুত্র আর
রাক্ষসের আয়ুর অবসাদ

পেয়েছ, তারই যন্ত্রণায়
ছিন্ন হতে দারুণ ভয়
কী যেন ছিল আপন, খুব বেশি

যা কিছু আছে গর্বময়
দূরের কোলে ফেলতে হয়
সাধনা আর মোক্ষ, সন্ন্যাসী

নক্ষত্রের জন্য রূপান্তর
শুভব্রত চক্রবর্তী

আমার ভিতরে রাত্রি কবিতা উন্মাদ
পতনসত্রের দিকে রোজ যাওয়া- আসা
সাদা কাগজের নিচে হয় হার্মাদ,
অক্ষরে অক্ষরে লেখা আঁখিজলে ভাসা

নক্ষত্রের ছবি আঁকি, কোন অপরাধে!
কণা কণা মহাবিশ্ব, এভাবেই মেলে
মূর্খ সব, বোঝেও না মেধার প্রবাদে
রক্তপুঞ্জে বিচারক রাখে মোম জ্বেলে

বিফলতা আর আমি, দূর প্রতীক্ষায়
নেমে আমি একইসাথে বিচারসভায়

হেই সামালো
রাজীব সিংহ

তীর্ণিপুকুর পুণ্যিদুপুর বার্‌দুয়ারে পা
রসি নামে ভূতের ঢেলা আদুল বাদুল গা

ঘুঘুর ডাকে বাঁশে ঝোপে দুক্কুর শুনশান
চাষার জমি এক চড়ে নিই হেই সামালো ধান

মাথায় যাদের নিয়মমাফিক নড়ছে পোকার ছানা
হঠাৎ কলম ক্যামেরা নিয়ে সবুজে দেয় হানা

কাঠের খুঁটি স্বয়ং ক্রিয় নক্‌শি কাঁথা বোনে
চাষার কান্না ভূতের ঢেলা রঙিন টিভিস্ক্রিনে

একদা তার লাঙল ছিল জমিও ছিলো তাই
এখন রক্ত ঝরুক কবি রূপসী বাংলায়